ঈশ্বর প্রদত্ত শ্বাস

যাঁদের শ্বাসপ্রশ্বাস আছে, তাঁরা সদাপ্রভুর প্রশংসা করুক। তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।
গীতসংহিতা ১৫০:৬

পেন্টাটিউক

আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মাটির ধূলি থেকে মনুষ্যকে গঠন করলেন এবং তাঁহার নাসারন্ধ্রে জীবনের শ্বাস ফুঁকে দিলেন; আর মনুষ্য এক জীবন্ত আত্মা হয়ে উঠল। আদিপুস্তক ২:৭

আর দেখ, আমিই পৃথিবীতে জলপ্লাবন আনব, যেন আকাশের নীচে প্রাণের শ্বাস আছে এমন সমস্ত প্রাণীকে ধ্বংস করি; এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই মরে যাবে। আদিপুস্তক ৬:১৭

আর তারা সকল প্রাণী, যাদের মধ্যে প্রাণের শ্বাস আছে, দু'জন দু'জন করে নোহের কাছে জাহাজে প্রবেশ করল। আদিপুস্তক ৭:১৫

শুকনো ভূমিতে যা কিছু ছিল, তাদের সকলেরই মৃত্যু হলো, যাদের নাসিকাপথে প্রাণের শ্বাস ছিল। আদিপুস্তক ৭:২২

কিন্তু এই লোকদের নগরগুলির মধ্য থেকে, যা সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর তোমাকে উত্তরাধিকারসূত্রে দান করেন, তুমি শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণকারী কোনো প্রাণীকেই জীবিত রাখবে না।: দ্বিতীয় বিবরণ ২০:১৬

ইতিহাস

সুতরাং যিহোশূয় পার্বত্য, দক্ষিণাঞ্চল, উপত্যকা ও ঝর্ণা অঞ্চলের সমস্ত দেশ এবং তাদের সমস্ত রাজাকে আঘাত করলেন; তিনি কাউকেই অবশিষ্ট রাখলেন না, কিন্তু ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণকারী সকলকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করলেন। যিহোশূয় ১০:৪০

আর তারা তরবারির ধার দিয়ে সেখানে থাকা সমস্ত প্রাণকে আঘাত করে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করল; শ্বাস নেওয়ার মতো কেউ অবশিষ্ট রইল না; এবং তিনি হাৎসোরকে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। আর এই নগরগুলির সমস্ত লুটের মাল ও পশুসম্পদ ইস্রায়েলের সন্তানরা নিজেদের জন্য লুণ্ঠন করল; কিন্তু তারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তরবারির ধার দিয়ে আঘাত করে ধ্বংস করল, এবং শ্বাস নেওয়ার মতো কাউকেই অবশিষ্ট রাখল না। যিহোশূয় ১১:১১,১৪

আর সদাপ্রভুর তিরস্কারে ও তাঁর নাসিকার নিঃশ্বাসের ফুঁয়ে সমুদ্রের খাতসমূহ প্রকাশিত হল এবং জগতের ভিত্তি স্থাপিত হল। ২ শমূয়েল ২২:১৬

আর তাঁর রাজত্বকালে এইরূপ ঘটিল যে, তিনি যেরোবোয়ামের সমস্ত বংশকে আঘাত করলেন; সদাপ্রভুর সেই বাক্য অনুসারে, যা তিনি তাঁর দাস শিলোনীয়ের অহিয়ের মাধ্যমে বলেছিলেন, তিনি যেরোবোয়ামকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না করা পর্যন্ত তাঁর বংশে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণকারী কাউকেই জীবিত রাখলেন না। (১ রাজাবলি ১৫:২৯)

আর এই সব ঘটনার পরে, সেই মহিলার, অর্থাৎ গৃহকর্ত্রীর, ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ল; এবং তার অসুস্থতা এত গুরুতর ছিল যে, তার দেহে আর কোনো শ্বাস ছিল না। ১ রাজাবলি ১৭:১৭

কবিতা

ঈশ্বরের ঝাপটায় তারা বিনষ্ট হয়, এবং তাঁর নাসিকার নিঃশ্বাসে তারা ভস্মীভূত হয়। ইয়োব ৪:৯

তিনি আমাকে শ্বাস নিতে দেন না, বরং আমাকে তিক্ততায় পূর্ণ করেন। ইয়োব ৯:১৮

যাঁর হাতে প্রত্যেক জীবের প্রাণ এবং সমগ্র মানবজাতির শ্বাস-প্রশ্বাস। ইয়োব ১২:১০

তিনি অন্ধকার থেকে সরে যাবেন না; অগ্নি তাঁর শাখা-প্রশাখা শুকিয়ে দেবে, এবং তাঁর মুখের নিঃশ্বাস দ্বারা তিনি দূর হবেন। ইয়োব ১৫:৩০

আমার শ্বাস দূষিত, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, কবরগুলো আমার জন্য প্রস্তুত। ইয়োব ১৭:১

যদিও আমি সন্তানদের খাতিরে নিজের দেহের জন্য মিনতি করেছিলাম, আমার নিঃশ্বাস আমার স্ত্রীর কাছে অপরিচিত। ইয়োব ১৯:১৭

সর্বদাই আমার শ্বাস আমার মধ্যে থাকে এবং ঈশ্বরের আত্মা আমার নাসারন্ধ্রে থাকেন; ইয়োব ২৭:৩

ঈশ্বরের আত্মা আমাকে সৃষ্টি করেছেন, এবং সর্বশক্তিমানের শ্বাস আমাকে জীবন দিয়েছেন। ইয়োব ৩৩:৪

যদি তিনি মানুষের প্রতি মন দেন, যদি তিনি তাঁর আত্মা ও শ্বাস নিজের কাছে ফিরিয়ে নেন; ইয়োব ৩৪:১৪

ঈশ্বরের নিঃশ্বাসে হিম সৃষ্টি হয় এবং জলের প্রশস্ততা সংকুচিত হয়। ইয়োব ৩৭:১০

তাঁর নিঃশ্বাস অঙ্গারকে প্রজ্বলিত করে এবং তাঁর মুখ থেকে অগ্নিশিখা বের হয়। ইয়োব ৪১:২১

তখন জলের ধারাগুলি দেখা গেল, এবং তোমার তিরস্কারে, হে সদাপ্রভু, তোমার নাসিকার নিঃশ্বাসের ফুঁয়ে জগতের ভিত্তি প্রকাশিত হল। গীতসংহিতা ১৮:১৫

আমাকে আমার শত্রুদের ইচ্ছার হাতে তুলে দিও না; কেননা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষীরা উঠেছে, এবং এমন লোকেরা যারা নিষ্ঠুরতা ছড়ায়। গীতসংহিতা ২৭:১২

সদাপ্রভুর বাক্যে আকাশমণ্ডল নির্মিত হয়েছিল এবং তাঁর মুখের নিঃশ্বাসে তার সমস্ত বাহিনী সৃষ্টি হয়েছিল। গীতসংহিতা ৩৩:৬

তুমি তোমার মুখ লুকাও, তারা বিচলিত হয়; তুমি তাদের শ্বাস কেড়ে নাও, তারা মরে যায় এবং নিজ ধূলিতে ফিরে যায়। গীতসংহিতা ১০৪:২৯

তাদের কান আছে, কিন্তু তারা শোনে না; তাদের মুখে কোনো শ্বাস নেই। গীতসংহিতা ১৩৫:১৭

তাঁর শ্বাস বেরিয়ে যায়, তিনি নিজ ভূমিতে ফিরে যান; সেই দিনেই তাঁর চিন্তা বিলুপ্ত হয়। গীতসংহিতা ১৪৬:৪

যাঁদের শ্বাসপ্রশ্বাস আছে, তাঁরা সদাপ্রভুর প্রশংসা করুক। তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। গীতসংহিতা ১৫০:৬

কারণ মনুষ্যসন্তানদের যা ঘটে, পশুদেরও তাই ঘটে; অর্থাৎ, তাদের সকলেরই একই পরিণতি হয়: একজন যেমন মরে, অন্যজনও তেমনি মরে; হ্যাঁ, তাদের সকলেরই একই শ্বাস; তাই পশুর উপর মানুষের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই: কারণ সবই অসার। উপদেশক ৩:১৯

ভবিষ্যদ্বাণী

তোমরা মানুষ থেকে বিরত হও, যার শ্বাস তার নাসিকাতেই রয়েছে; কেননা তাকে কিসে গণনা করা হবে? যিশাইয় ২:২২

কিন্তু তিনি ধার্মিকতার সঙ্গে দরিদ্রদের বিচার করবেন, এবং পৃথিবীর নম্রদের জন্য ন্যায়ের সঙ্গে তিরস্কার করবেন; তিনি তাঁর মুখের দণ্ড দিয়ে পৃথিবীকে আঘাত করবেন এবং তাঁর ওষ্ঠের নিঃশ্বাস দিয়ে দুষ্টদের সংহার করবেন। যিশাইয় ১১:৪

আর তাঁর শ্বাস, উপচে পড়া স্রোতের মতো, গ্রীবার মধ্যভাগ পর্যন্ত পৌঁছাবে, যেন তিনি জাতিসমূহকে অসারতার চালুনি দিয়ে ছেঁকে নেন; এবং লোকদের চোয়ালে একটি লাগাম থাকবে, যা তাদের বিপথে চালিত করবে। কারণ তোফেত প্রাচীনকাল থেকেই নির্ধারিত; হ্যাঁ, রাজার জন্যই তা প্রস্তুত করা হয়েছে; তিনি তা গভীর ও প্রশস্ত করেছেন: তার স্তূপ হলো আগুন ও প্রচুর কাঠ; সদাপ্রভুর শ্বাস, গন্ধকের স্রোতের মতো, তা প্রজ্বলিত করে। যিশাইয় ৩০:২৮,৩৩

তোমরা তুষ গর্ভধারণ করবে, তোমরা খড় প্রসব করবে; তোমাদের শ্বাস আগুনের ন্যায় তোমাদের গ্রাস করবে। যিশাইয় ৩৩:১১

সদাপ্রভু ঈশ্বর এই কথা বলেন, যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ও তা প্রসারিত করেছেন; যিনি পৃথিবী ও তার থেকে উৎপন্ন সকল বস্তু বিস্তার করেছেন; যিনি পৃথিবীর উপরস্থ মানুষদের প্রাণ এবং তাতে বিচরণকারীদের আত্মা দান করেন।: যিশাইয় ৪২:৫

প্রত্যেক মানুষ তার জ্ঞানে পশুতুল্য; প্রত্যেক নির্মাতা খোদিত প্রতিমা দ্বারা হতবুদ্ধি হয়; কেননা তার ঢালাই করা প্রতিমা মিথ্যা, এবং সেগুলির মধ্যে কোনো প্রাণ নেই। যিরমিয় ১০:১৪

প্রত্যেক মানুষ তার জ্ঞানে পশুতুল্য; প্রত্যেক নির্মাতা খোদিত প্রতিমার দ্বারা হতবুদ্ধি হয়: কেননা তার ঢালাই করা প্রতিমা মিথ্যা, এবং সেগুলির মধ্যে কোনো প্রাণ নেই। যিরমিয় ৫১:১৭

তুমি আমার রব শুনেছ; আমার শ্বাসপ্রশ্বাস ও আর্তনাদ থেকে তোমার কান ফিরিয়ে নিও না। বিলাপ ৩:৫৬

আমাদের নাসিকার শ্বাস, সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তি, তাদের গর্তে ধরা পড়লেন; তদনুসারে আমরা বলেছিলাম, "তাঁর ছায়ায় আমরা জাতিগণের মধ্যে বাস করব।" বিলাপ ৪:২০

প্রভু ঈশ্বর এই অস্থিগুলোকে এই কথা বললেন, "দেখো, আমি তোমাদের মধ্যে প্রাণ প্রবেশ করাব, আর তোমরা জীবিত হবে। আমি তোমাদের উপর শিরা-উপশিরা স্থাপন করব, তোমাদের উপর মাংস উৎপন্ন করব, তোমাদের চামড়া দিয়ে ঢেকে দেব এবং তোমাদের মধ্যে প্রাণ দেব, আর তোমরা জীবিত হবে। তোমরা জানবে যে, আমিই সদাপ্রভু।" প্রভু ঈশ্বর এই অস্থিগুলোকে এই কথা বললেন, "দেখো, আমি তোমাদের মধ্যে প্রাণ প্রবেশ করাব, আর তোমরা জীবিত হবে।" আর আমি যখন দেখলাম, তখন দেখলাম, তাদের উপর শিরা-উপশিরা ও মাংস উৎপন্ন হলো এবং চামড়া তাদের উপর থেকে ঢেকে দিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো প্রাণ ছিল না। তখন তিনি আমাকে বললেন, "হে মনুষ্যপুত্র, বায়ুর কাছে ভাববাণী প্রচার কর এবং বায়ুকে বল, প্রভু ঈশ্বর এই কথা বলছেন; হে প্রাণ, তুমি চার দিক থেকে এসো এবং এই নিহতদের উপর শ্বাস ফেলো, যেন তারা জীবিত হয়।" তাই তিনি আমাকে যেমন আদেশ করেছিলেন, আমি তেমনই ভাববাণী প্রচার করলাম, আর তাদের মধ্যে প্রাণ প্রবেশ করল, এবং তারা জীবিত হয়ে নিজেদের পায়ে উঠে দাঁড়াল, এক বিশাল সৈন্যদলের মতো। যিহিষ্কেল ৩৭:৫-১০

কিন্তু তুমি স্বর্গীয় প্রভুর বিরুদ্ধে নিজেকে বড় করে তুলেছ; এবং লোকেরা তাঁর গৃহের পাত্রগুলি তোমার সামনে এনেছে, আর তুমি, তোমার প্রভুরা, তোমার স্ত্রীরা ও তোমার উপপত্নীরা সেগুলিতে দ্রাক্ষারস পান করেছ; এবং তুমি রূপা, সোনা, পিতল, লোহা, কাঠ ও পাথরের দেবতাদের প্রশংসা করেছ, যারা দেখে না, শোনে না, বা জানেও না: এবং যে ঈশ্বরের হাতে তোমার শ্বাস এবং যাঁর হাতে তোমার সমস্ত পথ, তুমি তাঁকে মহিমান্বিত করোনি।: দানিয়েল ৫:২৩

কারণ আমার এই প্রভুর দাস কী করে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারে? কেননা আমার মধ্যে তৎক্ষণাৎ আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট রইল না, আমার দেহে আর শ্বাসও নেই। দানিয়েল ১০:১৭

ধিক্ তাকে, যে কাষ্ঠকে বলে, 'জাগো,' বোবা পাথরকে বলে, 'ওঠো, সে শিক্ষা দেবে!' দেখ, তা সোনা ও রুপো দিয়ে মোড়ানো, অথচ তার অন্তর্গতে কোনো প্রাণ নেই। হাবাক্কুক ২:১৯

নতুন নিয়ম

এই কথা বলার পর তিনি তাদের উপর ফুঁ দিলেন এবং বললেন, " তোমরা পবিত্র আত্মা গ্রহণ করো।": যোহন ২০:২২

আর শৌল তখনও প্রভুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে হুমকি ও হত্যার দম্ভোক্তি করতে করতে মহাযাজকের কাছে গেলেন, প্রেরিত ৯:১

তিনি মানুষের হাতে পূজিত হন না, যেন তাঁর কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে; কারণ তিনিই সকলকে জীবন, শ্বাস ও সমস্ত কিছু দান করেন।; প্রেরিত ১৭:২৫

অ্যাপোক্রিফা

আর তুমি আদমকে আত্মাবিহীন এক দেহ দিয়েছিলে, যা ছিল তোমার হাতের সৃষ্টি; এবং তার মধ্যে জীবনের শ্বাস ফুঁকে দিয়েছিলে, আর সে তোমার সামনে জীবিত হয়ে উঠল। ২ এসদ্রাস ৩:৫

কিন্তু আমি কেবল দেখলাম যে, তিনি তাঁর মুখ থেকে অগ্নিশিখার মতো আগুন বের করলেন, তাঁর ঠোঁট থেকে অগ্নিময় শ্বাস বের করলেন এবং তাঁর জিহ্বা থেকে স্ফুলিঙ্গ ও ঝড় নিক্ষেপ করলেন। আর সেই সব—অগ্নিশিখা, অগ্নিময় শ্বাস এবং প্রচণ্ড ঝড়—একসাথে মিশে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত জনতার উপর প্রচণ্ডভাবে পতিত হলো এবং তাদের প্রত্যেককে পুড়িয়ে দিল, ফলে হঠাৎ করে সেই অগণিত জনতার উপর ধূলি আর ধোঁয়ার গন্ধ ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। এই দৃশ্য দেখে আমি ভীত হলাম। ২ এসদ্রাস ১৩:১০-১১

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করলেন, এবং তার হৃদয় দেহের মাঝখানে স্থাপন করলেন, আর তাকে শ্বাস, জীবন ও বোধশক্তি দিলেন। ২ এসদ্রাস ১৬:৬১

কারণ আমরা সকল দুঃসাহসিক অভিযানের জন্যই জন্মগ্রহণ করি: এবং ভবিষ্যতে আমরা এমন হয়ে যাব যেন আমাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না; কেননা আমাদের নাসারন্ধ্রের নিঃশ্বাস ধোঁয়ার ন্যায়, এবং আমাদের হৃদয়ের স্পন্দনে তা এক ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ মাত্র। (শলোমনের প্রজ্ঞা ২:২)

কারণ তিনি ঈশ্বরের শক্তির শ্বাস এবং সর্বশক্তিমানের মহিমা থেকে প্রবাহিত এক নির্মল প্রভাব; অতএব কোনো কলুষিত বস্তু তাঁর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। সলোমনের প্রজ্ঞা ৭:২৫

অথবা ক্রোধে পূর্ণ, সদ্য সৃষ্ট অজানা বন্য পশু, যারা হয় অগ্নিময় বাষ্প, অথবা বিক্ষিপ্ত ধোঁয়ার কদর্য গন্ধ নিঃশ্বাস হিসেবে ত্যাগ করছে, কিংবা তাদের চোখ থেকে ভয়ঙ্কর স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করছে: হ্যাঁ, এবং এইগুলি ছাড়াও তারা প্রতিশোধের তাড়নায় বিধ্বস্ত হয়ে এবং তোমার শক্তির নিঃশ্বাসে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে এক আঘাতেই ভূপতিত হতে পারত: কিন্তু তুমি সমস্ত কিছু পরিমাপ, সংখ্যা এবং ওজনে বিন্যস্ত করেছ। সলোমনের প্রজ্ঞা ১১:১৮,২০

যার দৃশ্য মূর্খদেরকে এর প্রতি লালসা করতে প্রলুব্ধ করে, এবং তাই তারা এক মৃত প্রতিমার রূপ কামনা করে, যার কোনো প্রাণ নেই। কারণ সে তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনত না, এবং তাঁকেও চিনত না, যিনি তার মধ্যে এক সক্রিয় আত্মা স্থাপন করেছিলেন এবং এক জীবন্ত প্রাণ ফুঁকে দিয়েছিলেন। কারণ তারা বিধর্মীদের সমস্ত প্রতিমাকে দেবতা বলে গণ্য করত: যাদের দেখার জন্য চোখ নেই, শ্বাস নেওয়ার জন্য নাক নেই, শোনার জন্য কান নেই, বা ধরার জন্য হাতের আঙুল নেই; আর তাদের পা চলতে ধীর। সলোমনের প্রজ্ঞা ১৫:৫,১১,১৫

যতদিন তুমি জীবিত আছ এবং তোমার দেহে প্রাণ আছে, ততদিন নিজেকে কারও হাতে সঁপে দিও না। উপদেশক পুস্তক ৩৩:২০

চুল্লিতে ফুঁ দেওয়া মানুষ উত্তাপের কাজে লিপ্ত থাকে, কিন্তু সূর্য পর্বতমালাকে তার চেয়ে তিনগুণ বেশি দগ্ধ করে; অগ্নিময় বাষ্প নির্গত করে এবং উজ্জ্বল রশ্মি বিকিরণ করে তা চোখ ঝাপসা করে দেয়। উপদেশক পুস্তক ৪৩:৪

যেসব জিনিসের মধ্যে প্রাণ নেই, সেগুলো অত্যন্ত চড়া দামে কেনা হয়। যিরমিয়ের পত্র ১:২৫

আমি বলতে পারি না তোমরা কীভাবে আমার গর্ভে এসেছিলে; কেননা আমি তোমাদের শ্বাস বা জীবন দিইনি, আর তোমাদের প্রত্যেকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও আমি গঠন করিনি। কিন্তু নিঃসন্দেহে জগতের সৃষ্টিকর্তা, যিনি মানুষের বংশ গঠন করেছেন এবং সমস্ত কিছুর আদি খুঁজে পেয়েছেন, তিনি নিজ করুণায় তোমাদের আবার শ্বাস ও জীবন দেবেন, যেহেতু তোমরা এখন তাঁর বিধানের জন্য নিজেদের পরোয়া কর না। ২ মাকাবীয় ৭:২২-২৩

কিন্তু তিনি তাঁর দম্ভোক্তি থেকে মোটেই বিরত হলেন না, বরং অহংকারে পূর্ণ রইলেন; ইহুদিদের বিরুদ্ধে ক্রোধে অগ্নিবক্ষে কথা বলতে লাগলেন এবং যাত্রা দ্রুত করার আদেশ দিলেন। কিন্তু এমন হল যে, তিনি সজোরে রথ থেকে পড়ে গেলেন; ফলে এমন মারাত্মক আঘাতে তাঁর শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা হল। ২ মাকাবীয় ৯:৭

তথাপি, যতক্ষণ তাঁর দেহে প্রাণ ছিল, ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন; এবং যদিও তাঁর রক্ত জলের ধারার মতো ঝরে পড়ছিল ও তাঁর ক্ষতগুলি গুরুতর ছিল, তবুও তিনি ভিড়ের মাঝখান দিয়ে ছুটে গেলেন; এবং একটি খাড়া পাথরের উপর দাঁড়িয়ে, ২ মাকাবীয় ১৪:৪৫

ইনোক

আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, এখন আমি মাংসের জিহ্বা ও আমার মুখের নিঃশ্বাস দিয়ে কী বলব; যা মহান সত্তা মানুষকে দিয়েছেন যেন তারা তা দিয়ে কথা বলতে ও হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারে। হনোক ১৪:২

আর আমি ধার্মিকতায় আমার হাত তুলে সেই পবিত্র ও মহান সত্তাকে আশীর্বাদ করলাম এবং আমার মুখের শ্বাস দিয়ে ও মাংসের জিহ্বা দিয়ে কথা বললাম; সেই জিহ্বা ঈশ্বর মানুষের মাংসিক সন্তানদের জন্য তৈরি করেছেন, যেন তারা তা দিয়ে কথা বলতে পারে; এবং তিনি তাদের শ্বাস, জিহ্বা ও মুখ দিয়েছেন যেন তারা তা দিয়ে কথা বলতে পারে।: হনোক ৮৪:১

যারা সৃষ্টির শুরু থেকেই পার্থিব খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা করেনি, বরং সবকিছুকে ক্ষণস্থায়ী বলে গণ্য করে সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করত; এবং প্রভু তাদের অনেক পরীক্ষা নিলেন, আর তাদের আত্মা নির্মল বলে প্রমাণিত হলো, যেন তারা তাঁর নামের প্রশংসা করতে পারে। হনোক ১০৮:৯

জাশের

আর ঈশ্বর ভূমি থেকে মানুষকে গঠন করলেন এবং তার নাসারন্ধ্রে জীবনের শ্বাস ফুঁকে দিলেন, আর মানুষ বাকশক্তি সম্পন্ন এক জীবন্ত আত্মা হয়ে উঠল। যাশের ১:২

হে আমার পুত্র, এখন জাগো এবং দেখো, তোমার জন্য আমার কষ্ট কতই না তিক্ত; যদিও আমি তোমাকে লালন-পালন করিনি, গঠন করিনি, কিংবা তোমাকে শ্বাস-প্রশ্বাস ও আত্মা দিইনি, বরং

ঈশ্বরই তোমাকে গঠন করেছেন, তোমার অস্থি নির্মাণ করেছেন এবং সেগুলোকে মাংস দিয়ে আবৃত করেছেন, তোমার নাসারন্ধ্রে জীবনের শ্বাস ফুঁকে দিয়েছেন, আর তারপর তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। যাশের ৪৩:২৮

আর তিনি প্রতিদিন বের হয়ে গোশেন দেশে যেতেন, যেখানে তাঁর ভাই ইস্রায়েল-সন্তানেরা থাকতেন, এবং মোশি প্রতিদিন তাদের শ্বাসকষ্ট ও কঠিন পরিশ্রমে দেখতেন। যাশের ৭০:৩৪

নিশ্চয়ই তিনিই তোমাকে তোমার মায়ের গর্ভে সৃষ্টি করেছেন, তোমার মধ্যে প্রাণের শ্বাস দিয়েছেন, তোমাকে লালন-পালন করেছেন এবং মিশরের রাজসিংহাসনে বসিয়েছেন; আর তিনিই তোমার শ্বাস ও আত্মা কেড়ে নেবেন এবং তোমাকে সেই মাটিতে ফিরিয়ে দেবেন যেখান থেকে তোমাকে নেওয়া হয়েছিল। যাশের ৭৯:৫০

বাইবেলের হারিয়ে যাওয়া বই

কারণ তিনিই হৃদয়ের চিন্তা ও পরিকল্পনার অনুসন্ধানকারী; যাঁর শ্বাস আমাদের মধ্যে রয়েছে, এবং যখন তিনি ইচ্ছা করেন, তখন তা আমাদের থেকে ফিরিয়ে নিতে পারেন। ১ করিন্থীয়দের প্রতি ক্লেমেন্ট ১০:১৪

তিনি তাদেরকে পতঙ্গের ন্যায় আঘাত করলেন; আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা টিকতে পারল না। কারণ তারা নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম ছিল না, তাই তারা বিনষ্ট হল; তিনি তাদের উপর ফুঁ দিলেন আর তারা মারা গেল, কারণ তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না। ১ করিন্থীয়দের প্রতি ক্লেমেন্ট ১৮:৭

এই কারণেই প্রভু তাঁর মস্তকে সুগন্ধি তেল ঢালতে দিয়েছিলেন, যেন তিনি তাঁর মণ্ডলীর মধ্যে অমরত্বের শ্বাস সঞ্চার করতে পারেন। ইফিষীয়দের প্রতি ইগনাটিয়াসের পত্র ৪:৪

ইডেনের বিস্মৃত গ্রন্থাবলী

তখন সেই স্বর্গদূত ঈশ্বরের কাছে গেলেন, তাঁকে সাদরে গ্রহণ করা হলো এবং তিনি বললেন, "হে ঈশ্বর, তোমার সৃষ্ট জীবেরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।" (আদম ও হবার পুস্তক ১০:২)

কিন্তু ঈশ্বর তাঁর দিকে ও তাঁর দুর্দশার দিকে, এবং তাঁর আসন্ন অন্তিম নিঃশ্বাসের দিকে তাকালেন। আর ঈশ্বরের বাক্য স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁকে জল থেকে তুলে আনল এবং বললেন, "উঁচু পাড়ে হবার কাছে যাও।" আর তিনি হবার কাছে পৌঁছে তাঁকে বললেন, "তোমাকে কে বলল 'এদিকে এসো'?" (আদম ও হবার পুস্তক ৩৩:১২)

পঞ্চম দিনে আমি সমুদ্রকে আদেশ দিলাম, যেন সে মাছ, নানা প্রকারের পালকযুক্ত পাখি, এবং পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী, চার পায়ে হেঁটে চলা ও আকাশে উড়তে সক্ষম সকল প্রাণী—পুরুষ ও স্ত্রীলিঙ্গ—এবং প্রাণের স্পন্দনে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণকারী প্রত্যেক প্রাণ উৎপন্ন করে। আর সন্ধ্যা হল, এবং ষষ্ঠ দিনের সকাল হল। ষষ্ঠ দিনে আমি আমার প্রজ্ঞাকে আদেশ দিলাম সাতটি উপাদান থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে: এক, তার মাংস মাটি থেকে; দুই, তার রক্ত শিশির থেকে; তিন, তার চোখ সূর্য থেকে; চার, তার হাড় পাথর থেকে; পাঁচ, তার বুদ্ধি স্বর্গদূতদের ক্ষিপ্রতা ও মেঘ থেকে; ছয়, তার শিরা ও চুল পৃথিবীর ঘাস থেকে; সাত, তার আত্মা আমার শ্বাস ও বাতাস থেকে। হনোকের রহস্য ৩০:৮-১০

আর আমি বায়ুসমূহের বিশ্রামস্থলসমূহ লিপিবদ্ধ করলাম এবং লক্ষ্য করে দেখলাম, কীভাবে তাদের চাবিধারীরা দাঁড়িপাল্লা ও মাপকাঠি বহন করে; প্রথমে তারা সেগুলোকে একটি দাঁড়িপাল্লায় রাখে, তারপর অন্যটিতে ওজনগুলো রাখে এবং চতুরতার সাথে পরিমাপ অনুসারে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়, পাছে তাদের ভারী নিঃশ্বাসের দ্বারা পৃথিবী কম্পিত হয়ে যায়। হনোকের রহস্য ৪০:৮

প্রভু অজানার মধ্যে ভিত্তি স্থাপন করেছেন, এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য আকাশমণ্ডল বিস্তার করেছেন; তিনি জলের উপর পৃথিবীকে স্থির করেছেন, এবং অগণিত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, আর কে গণনা করেছে সেই জল ও সেই অস্থিতিশীলতার ভিত্তি, কিংবা পৃথিবীর ধূলিকণা, বা সমুদ্রের বালি, বা বৃষ্টির ফোঁটা, বা সকালের শিশির, বা বাতাসের নিঃশ্বাস? কে পৃথিবী ও সমুদ্র এবং সেই অবিচ্ছেদ্য শীতকে পূর্ণ করেছে? ইনোকের রহস্য ৪৭:৫

কারণ প্রত্যেক শ্বাসপ্রশ্বাসরত প্রাণী তাঁর মহিমা কীর্তন করে, এবং প্রত্যেক দৃশ্য ও অদৃশ্য সৃষ্টি তাঁর প্রশংসা করে। হনোকের রহস্য ৫১:৬

আর এমন কোনও প্রাণী থাকবে না যা জ্ঞান ছাড়াই শ্বাস নেয়, বা কোনও বোবা প্রাণীও থাকবে না: কারণ তিনি তাঁর সৃষ্টিকে মুখ দিয়েছেন, যেন তারা তাঁর দিকে মুখ তুলে তাঁর প্রশংসা করে: তোমরা তাঁর শক্তি স্বীকার করো, এবং তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশ করো। হালেলুইয়া। সলোমনের স্তবগান ৭:২৬-২৮

এবং পরমেশ্বরের দেওয়া অনুপ্রেরণা থেকে তাঁরা সত্য কথা বলতেন; তাঁর নামের প্রশংসা ও মহিমা হোক, হালেলুইয়া। সলোমনের স্তবগান ১৮:১৯

চারটি পা-ই একই শৈলীতে নির্মিত হয়েছিল, এবং সবকিছু এত নিপুণভাবে গড়া ও লাগানো হয়েছিল, এবং একে প্রকৃতির অনুরূপ করে তোলার জন্য এমন অসাধারণ দক্ষতা ও জ্ঞান ব্যয় করা হয়েছিল যে, যখন বাতাসের ঝাপটায় তা আলোড়িত হতো, তখন পাতাগুলোতে গতি সঞ্চারিত হতো, এবং সবকিছু এমনভাবে গঠিত হতো যা তার উপস্থাপিত বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো। আরিস্টিয়াসের পত্র ৩:৩৯

তার কপালে ঘাম জমে উঠল, এবং সে হাঁপাতে হাঁপাতে শ্বাস নিতে লাগল, যতক্ষণ না তার আত্মার মহত্ত্ব স্বয়ং তার অত্যাচারীদেরও প্রশংসা আদায় করে নিল। ৪ মাকাবীয় ৩:৭

আর এইভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের চরম সংকট ও শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে তিনি বলে উঠলেন, "মহিমান্বিত, হে অত্যাচারী, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েও তুমি আমাকে যে অনুগ্রহ করছ তা মহিমান্বিত; যা আমাকে আরও সম্মানজনক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে বিধানের প্রতি আমার বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে সক্ষম করে।" (৪ মাকাবীয় ৫:৫১)

তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃত্যুবরণ করেও তোমার সংকল্প পরিবর্তন করতে পারেনি, কিংবা তোমার দ্বিতীয় পুত্রও নয়, যে যন্ত্রণার মাঝেও করুণার চোখে তোমার দিকে তাকিয়ে ছিল, বা তোমার তৃতীয় পুত্রও নয়, যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। ৪ মাকাবীয় ৭:১৩

চতুর্থটি হলো ঘ্রাণেন্দ্রিয়, যার দ্বারা বাতাস ও শ্বাস গ্রহণের জন্য স্বাদ পাওয়া যায়। রূবেনের যীশুর নিয়ম ১:১৭

কারণ ঈশ্বর সমস্ত কিছু সুশৃঙ্খলভাবে উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন; মস্তকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, এবং তিনি মস্তকের সঙ্গে গ্রীবা যুক্ত করেছেন, আর তার সঙ্গে সৌন্দর্য ও মহিমার জন্য কেশও যোগ করেছেন; তারপর বোধশক্তির জন্য হৃদয়, মলত্যাগের জন্য উদর, পেষণের জন্য পাকস্থলী, শ্বাসগ্রহণের জন্য শ্বাসনালী, ক্রোধের জন্য যকৃত, তিক্ততার জন্য পিত্ত, হাসির জন্য প্লীহা, বিচক্ষণতার জন্য বৃক্ক, শক্তির জন্য কোমরের পেশী, শ্বাসগ্রহণের জন্য ফুসফুস, শক্তির জন্য কোমর, ইত্যাদি। নপ্তালির উইল ১:২০